6.5.97

B-13482 (S)

05-07-010

B-6977 (P)

03-08-10

B-6087 (P)

28/9/10

B-6087 (P)

26/10/10

B-18163 (P)

15-05-11

B-18163 (P)

7/6/11. (G)

B-06

7/6/11-(G)

B.6077 (P)

7/6/11-(G)

B.6087 (P)

R.

No 23?

Press to print 500
(Five hundred) copies
as per manuscript. The
present size will be (the
(in which Rajmala is being
printed).

Supt.

7.11.


শিলালিপি-সংগ্রহ

শিলালিপি-সংগ্রহ।

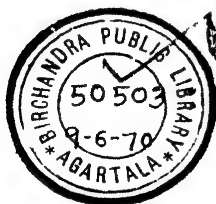
মহারাজ

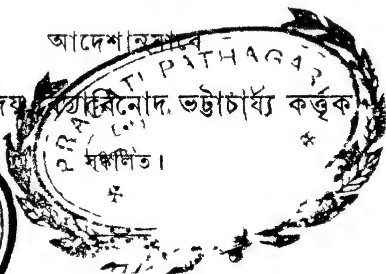
শ্রীশ্রীযুত রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুরের

আদেশানুসারে

শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।





আগরতলা,—

বীরচন্দ্র-লাইব্রারী হইতে

প্রকাশিত।

১৩১৪ ত্রিপুরাব্দ।



ভূমিকা।



ত্রিপুরা রাজ্যের নানা স্থানে বহুসংখ্য দেবালয় ও জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটী ত্রিপুরা রাজ্যের অনুপম কীর্ত্তি। দুঃখের বিষয় যে, ঐ সকল দেবালয়ের স্থাপয়িতা ও জলাশয়গুলির প্রতিষ্ঠাতার নাম অনেক স্থলেই অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

১৩১২ ত্রিপুরাব্দের শেষ ভাগে শ্রীশ্রীযুত মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর পরিদর্শন করিতে যান এবং সেখানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অনুপম কীর্ত্তিকলাপ অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হন। শ্রীশ্রীযুত উদয়পুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবালয় ও জলাশয়াদির যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করেন। আমি ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসে আদিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অনুসন্ধান সময়ে যে যে স্থানে শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছি, কেবল তাহাই এই পুস্তিকায় প্রকাশ করিলাম।

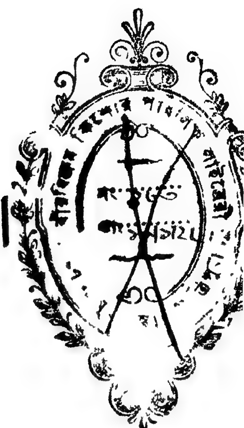
উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই শিলালিপি-সংগ্রহ বিষয়ে উদয়পুর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, বিশেষ যত্ন ও উৎসাহের সহিত আমার সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহারে ও ইতিহাসরসিকতায় আমি নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইতি

রাজধানী, আগরতলা;
৬ই ফাল্গুন,
১৩১৪ ত্রিপুরাব্দ।



শ্রীচন্দ্রোদয় দেবশর্ম্মা।

শিলালিপি-সংগ্রহ।





৺ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দির।

(উদয়পুর।)

৺ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দির একটি উচ্চ টীলার উপরে অবস্থিত। মন্দিরের দ্বার পশ্চিমদিকে; উত্তরদিকেও একটি ছোট দরজা আছে। এই দরজাটী পরে প্রস্তুত বলিয়া অনুমিত হয়; কারণ, প্রাচীন মন্দিরে একটির বেশী দরজা প্রায়ই দেখা যায় না।

মন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে একটি নাটমন্দির। নাট-মন্দিরটী অতি জীর্ণ হইয়াছিল, বর্ত্তমান মহারাজ তাহা ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছেন; নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে।

নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি ফলের বাগান, তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে একটি দীর্ঘিকা, তাহার পশ্চিমে "সুখসাগর জলা"। সুখসাগর এখন সুখ-প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। "সুজলা" সুখসাগর-শোভা এখন শস্য-শ্যামলা।" ত্রিপুরসুন্দরীর বাড়ীর উচ্চ স্থান হইতে ঐ নামশেষ সুখসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন মন সুখসাগরে ভাসিতে থাকে।

মন্দিরের উত্তরদিকে একটি দীর্ঘিকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ; এখন তাহা দাম ও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। ঐ দীর্ঘিকার উত্তর পারের উত্তর পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে সুখসাগর বিস্তৃত। এই দীর্ঘিকাটির বিষয়ে কোন কথা জানা যায় না। উহা কে কখন খনন করিয়াছিলেন এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে এরূপ অনুমান করা যায় যে, মন্দিরের নির্ম্মাতা মহারাজ ধন্যমাণিক্য দেবই এই দীর্ঘিকা খনন করাইয়া ছিলেন।

মন্দিরের পূর্ব্বদিকেও একটি দীর্ঘিকা আছে, উহার জল অতি পরিষ্কার। উহা মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের খনিত। দীর্ঘিকাটীর নাম "কল্যাণ সাগর।" এই নামে কস্‌বা গ্রামেও একটি মনোহর দীর্ঘিকা আছে। ত্রিপুরসুন্দরীর বাড়ীর সমীপবর্ত্তী কল্যাণসাগর সম্বন্ধে রাজমালা বলে ;—

"সেই কালে মহারাজার স্বপ্নেতে আদেশ,
কালিকা দেবীয়ে স্বপ্ন দেখায় বিশেষ।
আমা সেবা কষ্ট হয় জলের কারণে,
জলাশয় দেও রাজা আমা সন্নিধানে।
রাত্রিকালে মহারাজা দেখয়ে স্বপন,
প্রভাতে কহিল রাজা স্বপ্নের কথন।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বপ্ন ব্যাখ্যান করিল,
সিদ্ধান্ত বাগীশ আদি যত দ্বিজ ছিল।
হরিষ হইয়া নৃপ কহে সেইক্ষণ,
পুষ্করণী খনিতে আজ্ঞা কালীর সদন।
বাস্তু পূজা পরে পুষ্করণীর আরম্ভন,
উদয়পুর কালিকার সমীপে তখন।
জলাশয় উৎসর্গিল বিধান তৎপর,
পুষ্করণীর নাম রাখে "কল্যাণ সাগর।"

ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দির কালীঘাটের জয়কালীর মন্দিরের ধরণে প্রস্তুত। মন্দিরগাত্রে পাঁচখানি খোদিত প্রস্তর সংযোজিত আছে। পূর্ব্বদিকে দুইখানি, দক্ষিণে দুইখানি এবং উত্তরে একখানি।

পূর্ব্বদিকের শিলালিপি পড়িতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই, সমস্তই পড়া গিয়াছে।

পূর্ব্বদিকে যে দুই খণ্ড প্রস্তর সংযোজিত আছে, তাহাতে খোদিত-লিপির বর্ণনীয় বিষয় একই, দুইটা অংশমাত্র। দুই খণ্ড প্রস্তরে মন্দিরের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত আছে। শিলালিপি এই ;—

(প্রথমাংশ।)

আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকলগুণযুতো ধন্যমাণিক্যদেবো
যাগে যস্যাম্বরেশঃ ক্ষিতিতলমগমৎ কর্ণতুল্যস্য দানৈঃ।
শাকে বহ্ন্যক্ষিবেধোমুখধরণীযুতে লোকমাত্রে হ্যম্বিকায়ৈ (১)
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং গগনপরিগতং সেবিতায়ৈ স দেবৈঃ॥
তৎপশ্চাদ্‌ভুমিপালস্ত্রিপুরনরপতির্ধীরকল্যাণদেবঃ
খিন্নাং (২) পৃথ্বীং শশাস প্রবলরিপুগণৈঃ কেবলং স্বীয়শক্ত্যা।
তৎপুত্রো ভুপসিংহঃ সমরপতিবরো ধীরগোবিন্দদেবো
দানৈর্ভূদেবযোষিৎ কনকময়কৃতঃ (৩) সাম্বরাজ্যে বিরেজে॥

---

(১) তন্ত্রে ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর নাম "ত্রিপুরসুন্দরী" বলিয়া উল্লেখ আছে,—

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরসুন্দরী"

পীঠমালা।

(২) শিলালিপিতে "ক্ষিন্নাং" আছে।

(৩) ব্যাকরণ সঙ্গত হয় নাই।

(দ্বিতীয়াংশ।)

তৎপুত্রো ধর্ম্মচেতাঃ ক্ষিতিপতিতিলকঃ কান্তদান্তো বদান্যঃ
শ্রীশ্রীমান্ সত্যবাদী নিখিলগুণযুতো রামমাণিক্যদেবঃ।
চক্রে প্রাসাদরাজং বিটপিবিদলিতং বীরধীরো মনোজ্ঞং
পূর্ব্বস্মাদম্বিকায়ৈ বিবিধরুচিচয়ং ধন্যমাণিক্য দত্তং॥
বীরশ্রীযুতরামদেব নৃপতির্বিপ্রোঽহজ্ঞ (১) ভানুঃ কৃতিঃ
কালীপাদসরোজলুব্ধমধুপঃ পৃথ্বীপতীনাং বরঃ।
বাতোদ্ঘাতবিভিন্নদেবসদনং চক্রে মনোজ্ঞং বরং
শাকে নেত্রবিয়দ্রসেন্দুমিলিতে পীঠে ভবান্যাঃ পুনঃ॥
শকাব্দা ১৬০৩

অনুবাদ

(প্রথমাংশ।)

পূর্ব্বকালে সমগ্রগুণসম্পন্ন ধন্যমাণিক্য নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি দানে কর্ণ তুল্য ছিলেন, তাঁহার যাগে স্বর্গাধিপতি পৃথিবীতে আসিয়া ছিলেন। তিনি ১৪২৩ শকাব্দে গগনভেদী এই প্রাসাদ দেবগণসেবিতা লোক জননী অম্বিকাকে দান করেন। তাঁহার পর, ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ কল্যাণ দেব প্রবল রিপুগণ পীড়িতা পৃথিবীকে একমাত্র নিজ শক্তি দ্বারা শাসন করিয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ, ধীরপ্রকৃতি গোবিন্দদেব রাজাদিগের মধ্যে

(১) "বিপ্রাজ্ঞ" হইলে ব্যাকরণ সঙ্গত হইত।

প্রধান ছিলেন। তাঁহার দানে ব্রাহ্মণ রমণীগণ স্বর্ণময় হইয়া ছিলেন। তিনি সাম্বরাজ্যে (১) বিরাজ করিয়া ছিলেন ৮

(দ্বিতীয়াংশ।)

তাঁহার পুত্র মহারাজ রামমাণিক্য ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, নিখিল-গুণসম্পন্ন কমনীয় মূর্ত্তি, জিতেন্দ্রিয় এবং বদান্য ছিলেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য অম্বিকার উদ্দেশ্যে যে মন্দির দান করিয়াছিলেন, তাহার উপরে বৃক্ষাদি জন্মিয়া ফাটিয়া গিয়াছিল, বীরবর ও ধীরপ্রকৃতি মহারাজ রামদেব ঐ মন্দির মনোজ্ঞ করেন। দ্বিজপঙ্কজসবিতা, কালীপাদপদ্মলুব্ধমধুপ ভূপতি শ্রীযুত রামমাণিক্য ১৬০৩ শকে বাতাঘাত বিদারিত দেবমন্দির মনোজ্ঞ করেন। শকাব্দ ১৬০৩

উত্তরদিকের শিলালিপি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত। অক্ষর অস্পষ্ট; কতক নষ্টও হইয়া গিয়াছে। শিলালিপি অনেকটা এইরূপ ;—

এ এ তু মা ম
শ্রী ব লি ভি ম না
বা ণ ত্রিপুরা
শ্রী ব না
রা য বিত্যা
শক ১৬৩

শ্রীযুক্ত উজীর সাহেবের বাড়ীতে এই শিলালিপির একখণ্ড নকল পাওয়া গিয়াছে। ঐ নকলে প্রথম পংক্তিটী নাই। প্রথম পংক্তিটী

(১) "সাম্বরাজ্য" বলিয়া ত্রিপুর রাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নামে ত্রিপুর রাজ্যের উল্লেখ অন্য কোন স্থানে দেখি নাই। কোন কোন প্রাচীন ভৌগোলিক ত্রিপুরাকে 'সুহ্ম' দেশ বলিয়াছেন। লিপিকর প্রমাদ বশতঃ "সুহ্ম" স্থলে "সাম্ব" হওয়া সম্ভব।

বোধ হয় তখনও পড়া যায় নাই। তাহা হইতে লুপ্তাংশগুলি পূরণ করিলে সমগ্র শিলালিপি এইরূপ দাঁড়ায়;—

এ এ তু মাম
শ্রী বলিভিম না
রা (য়) ণ ত্রিপুরা
শ্রী (হরি) ব(ল্লভ) না
রায়(ণ) বিশ্বা(স)
শক ১৬৩

লুপ্ত স্থানগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল।

উহাতে যে শকের উল্লেখ আছে তাহা ভুল। কারণ, শক-সংখ্যার স্থলে ১৬৩ মাত্র স্পষ্ট দেখা যায়; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে "শ্রীবলিভিম নারায়ণ ত্রিপুরা" খোদিত আছে। "বলিভীম" স্থলে "বলিভিম" দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, লেখকের বর্ণজ্ঞান কম ছিল। অজ্ঞলোকের লিখিত সংখ্যা অনেকস্থলে প্রমাদপূর্ণ দেখা যায়। ১৬০৩ লিখিতে যাইয়া "১৬" আর "৩" লিখিয়াই মনে করিয়া থাকিবে যে, "ষোল শত তিন" লেখা হইল।

এইরূপ লিখিবার অন্য একটি কারণও নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বোধ হয় না। পূর্ব্বে দুই কি তিনটী অঙ্ক দ্বারা যে রাশি প্রকাশ করা হইত তাহার মধ্যে শূন্য দেওয়ার পদ্ধতি ছিল না। শ্রীযুক্ত উজীর সাহেবের

পুস্তকালয়ে ত্রিপুর রাজদিগের শাসনসময়ের যে একখানি সুজীর্ণ তালিকাপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা এ বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহাতে ১৫০২ স্থলে ১৫২, ১৬০৭ স্থলে ১৬৭, ১৭০৫ স্থলে ১৭৫ লেখা আছে। যে স্থলে শূন্য দেওয়া উচিত ছিল, সে স্থানে একটু ফাঁক আছে। শিলালিপির মধ্যে ফাঁকটুকু নাই। তাহা নানা কারণেই ঘটিতে পারে।

বলিভীম নারায়ণ ১৬০৩ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং ১৬৩ যে ১৬০৩ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। ১৬৩ কে ১৬০৩ ধরিলে মন্দিরের পূর্ব্বদিকের শিলালিপির সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

পূর্ব্বদিকের শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ১৪২৩ শকাব্দে মহারাজ ধন্যমাণিক্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ৺অম্বিকাকে (ত্রিপুরসুন্দরী কালীকে) দান করেন। পরে, মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পৌত্র রামমাণিক্য ১৬০৩ শকে ধন্যমাণিক্য দত্ত মন্দিরের সংস্কার করেন। ঐ সময়ে বলিভীম নারাযণ অতীব প্রতাপশালী ছিলেন। ১৬০৩ শকে রামমাণিক্যের মৃত্যু হয এবং বলিভীম নিজের ভাগিনেয় পাঁচ বৎসর বয়স্ক রত্নমাণিক্যকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে যুবরাজ হন। সেই সময়ে মন্দিরের সংস্কার কার্য্য তাঁহারই তত্ত্বাবধানে হওয়া সম্ভবপর এবং তজ্জন্য রত্নমাণিক্যের সিংহাসনারোহণের পর তাঁহার নাম "রাম" বলিযা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং মন্দিরগাত্রে সংযোজিত হইযাছে।

মন্দিরের দক্ষিণদিকে যে দুইখণ্ড শিলালিপি আছে, তাহার একখানি বাঙ্গালা ভাষায লিখিত। তাহাতে ধন্যমাণিক্য, রণাগণ, [illegible]মাণিক্য, ধর্ম্মরাজ এই কয়টী নাম ও ধন্যমাণিক্যের নির্ম্মাণ সময়

১৪২৩ শকাব্দ এবং সর্ব্বশেষে ১৬০৩ শকাব্দ লিখিত আছে। শিলালিপি এই ;—

শ্রী ধন্য মাণিক্য স্থিতে
কৃতি ॥ শকাব্দা ১৪২৩ ॥
তত অভ্যান্তরে শ্রীরণাগণ
রামমাণিক্য ধর্ম্মরাজ
পতি। শকাব্দা ১৬০৩

ইহাদ্বারা অনুমান হয যে, ১৪২৩ শকাব্দে ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার পর এবং রামমাণিক্যের শাসন কাল ১৬০৩ শকাব্দের পূর্ব্বে রণাগণও মন্দিরের একবার সংস্কার করিযাছিলেন। রণাগণ ও রামমাণিক্য উভযেই ধন্যমাণিক্যের পরবর্ত্তী। রণাগণ প্রথম উদয়মাণিক্যের (সুবা গোপীপ্রসাদের) ভগিনীপতি ও সেনাপতি ছিলেন। ১৪৯৮ শকে উদয়মাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করেন। তাহার পরও রণাগণ জীবিত ছিলেন। মন্দির নির্ম্মাণের ৭০।৭৫ বৎসর পর একবার সংস্কার হওযা খুব সম্ভব, নতুবা রণাগণের নাম প্রস্তর ফলকে সন্নিবিষ্ট হইবার কোন কারণ দেখা যায না। "ধর্ম্মরাজ" রামমাণিক্যেরই বিশেষণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ, ধন্যমাণিক্যের পরে এবং রামমাণিক্যের শাসন কাল ১৬০৩ শকের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে ধর্ম্মরাজ বলা যাইতে পারে না; কাহারও নামের সঙ্গে "ধর্ম্ম" শব্দযুক্ত নাই।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের প্রসঙ্গে রাজমালা বলে ;—

"কালিকার মঠচূড়া মঘে ভাঙ্গি ছিল,
পুনর্ব্বার মহারাজা নির্ম্মাণ করিল।"

ইহা দ্বারা জানা যায় যে, মহারাজ কল্যাণমাণিক্যও ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দির সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কোন শিলালিপির সন্নিবেশ হয় নাই।

মন্দিরের দক্ষিণদিকের দ্বিতীয় শিলালিপি ১২৬৭ ত্রিপুরা সনের মাত্র। রাণী সুমিত্রা জগদীশ্বরী * মন্দির সংস্কার করিয়া এই শিলালিপি সংযোজিত করেন। শিলালিপি যথা ;—

শাকে ব X সমুদ্রাবি ধবণিযুতে লোক
মাত্রেঽম্বিকায়ৈ প্রাসাদরাজং বিটপি
বিদলিতং ধন্যমাণিক্য পাদ
সরোজলুব্ধ মধুপা মহিষীন্দুমুখী
পরা জগদীশ্বরীতি বিখ্যাত চক্রে
মনোজ্ঞং পুনঃ সন ১২৬৭ ত্রি তা, মাঘ (১)

অনুবাদ।

১৬৭ (?) শাকে বুগদ্বারা বিদলিত ধন্যমাণিক্য (দত্ত ?) এই উৎকৃষ্ট প্রাসাদ (কালী ?) পাদপদ্মে লুব্ধমধুপস্বরূপা অদ্য ইন্দুমতীতনয়া জগদীশ্বরী উপাধিধারিণী রাজমহিষী লোকমাতা অম্বিকার প্রীতির জন্য পুনরায় মনোজ্ঞ করেন।

ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দিরের পশ্চিমদিকে অর্থাৎ সম্মুখভাগে কোন শিলালিপি নাই। সেখানে যে শিলালিপি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজ ধন্যমাণিক্য ১৪২৩ শকে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ৺ত্রিপুরসুন্দরী

---

* জগদীশ্বরী ছদ্মা, ঈশ্বরী ছদ্মাই এখন ব্যবহৃত হয়।

(১) এই শিলালিপির ভাষা বিশুদ্ধ নহে। নানা শিলালিপি হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া এই শিলালিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে। রচয়িতা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না।

কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ; এবং প্রস্তরে একটী শ্লোক লিখিয়া মন্দিরে সন্নিবেশ করেন। এ বিষয়ে রাজমালাতে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী আছে ;—

"আর এক মঠ দিতে আরম্ভ করিল,
বাস্তু পূজা সঙ্কল্প বিষ্ণুপ্রীতে কৈল।
ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে,
এই মঠে রাজা আমা স্থাপ মহাসত্ত্বে।
চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট,
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট।
তথা হ'তে আনি আমা এই মঠে পূজ,
পাইবা বহুল বর যেই মতে ভজ।
*   *   *   *   *
রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ পাঠায় চট্টলে,
স্বপ্নে সেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে।
উৎসব মঙ্গল বাদ্যে রাজ্যেতে আনিল,
সত্বর গমনে রাজা নমস্কার কৈল।
কত দিন পরে মঠ প্রস্তুত হইল,
পুণ্যাহ দিনেতে রাজা উৎসর্গিয়া দিল।
*   *   *   *   *
মঠ মধ্যে পাথরে লিখিল এই শ্লোক,
পয়ারে লিখিল শোক বুঝিবারে লোক।

অথ শ্লোকঃ,—

মায়াসুরারেরিয়মম্বিকা যা,
মুঞ্চত্যমুষ্যা নিকটং কদাচ ন।
প্রান্তে ভবাম্যা ধ্রুবমাস কেশবঃ
শ্রীধন্যমাণিক্য কথং তু বিস্মিতঃ॥ *

---

* এই শ্লোকটী এক এক পুস্তকে এক এক রূপ দেখা যায়। কোনটাতেই ব্যাকরণ ও ছন্দ ঠিক নাই। সংস্কৃত রাজমালায় শ্লোকটী অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বোধ হওয়ায় তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। রাজমালাতে এই শ্লোকের যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে তাহা অস্পষ্ট ও ভ্রমপূর্ণ। অনাবশ্যক বোধে এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল না। শ্লোকটীর অনুবাদ এই,—এই যে অম্বিকা ইনি নারায়ণের মায়া। কেশব সর্ব্বদা ইহার নিকটে থাকেন কখনও দূরে যান না। শ্রীধন্যমাণিক্য আপনার বিস্মিত হইবার কারণ কি ?

মন্দিরের সম্মুখভাগে শিলালিপি থাকাই স্বাভাবিক। এ স্থলে তাহার বিপরীত দেখিয়া মনে হয়, এই শ্লোকটী সম্মুখভাগেই স্থাপিত ছিল, কালক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এস্থলে কোন গৃহাদি ছিল কি না, এবং পীঠস্থান বলিয়া কোনরূপ পূজাদি হইত কি না, জানা যায় না।

১৭৫১ শকে অথবা ১২৩৯ ত্রিপুরাব্দে মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্য ৺ত্রিপুরসুন্দরীর বাড়ীতে একটি বড় ঘণ্টা স্থাপন করেন। ঘণ্টাতে বাঙ্গালা ভাষায় সন, তারিখ, স্থাপয়িতা ও নির্ম্মাতার নাম খোদিত আছে। ভাষা অশুদ্ধ। যথা;—

শ্রীশ্রীযুত কাশিচন্দ্র
মাণিক্য দেবব ক্বত
ঘণ্টা নির্ম্মাণ শ্রীকে
বনবাম দেব শন ১২৩৯
ত্রিপুবা ব তাবিক ১১ পৈশ

এ স্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ১২৩৯ ত্রিপুরাব্দে ৺কাশীচন্দ্রমাণিক্য উদয়পুরে স্বর্গগমন করেন। গোমতী নদীর তীরে তাঁহার সৎকার করা হয়। সেই শ্মশান অদ্যাপি "রাজার চিতাহাল" বলিয়া নিরক্ষর লোকের মুখে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সৎকার স্থানের বিষয়ে রাজমালা বলে;—

"বাজা বাণী দুই নিল একৈ সমভ্যাব,
গোমতী নদীব তীবে কবিল সংস্কাব।"

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

৺মহাদেবের বাড়ী।

(উদয়পুর।)

এই বাড়ী চারিদিকে প্রাচীরে বেষ্টিত। শিবের মন্দির ব্যতীত এই বাড়ীতে আরও দুইটি মন্দির ও একটি নাটমন্দির আছে।

শিবের মন্দিরটী অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। বাড়ীর দক্ষিণভাগে প্রাঙ্গণবৎ একটি স্থান আছে। তাহার দক্ষিণে একটি দীর্ঘিকা। ঐ দীর্ঘিকাটী ঠিক উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত নহে,—উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে বিস্তৃত।

এই দীর্ঘিকাটির নাম “বিজয়সাগর”; ইহা বিজয়মাণিক্যের খনিত। দীঘির জল অতি পরিষ্কার, দূর হইতে দেখিলে যমুনার জলের ন্যায় নীলবর্ণ দেখায়। দীঘিটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—তৃণাদি কিছুই নাই।

মহাদেবের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে একটি সিংহদ্বার আছে। তাহার উপরিভাগে একখানি প্রস্তরফলকে কতকগুলি খোদিত লিপি দেখা যায়; লিপিগুলি এত বিকৃত হইয়াছে যে, পাঠ করা এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতিকষ্টে যে অক্ষরগুলি উদ্ধার করা গিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

তব সুমতা
বিতরণো নন্দিতার্থী স জীয়াৎ শ্রীশ্রীকল্যা
ণ দেব স্ত্রিপুব নরপতিঃ শ্রীপতিবাসু শ
দ্য প্রোদ্যত প্রাসাদরাজোডুপতি তু তিল
মাতঃ স্থাচ্চিরায় । যাবদ্‌ব্রহ্মাণ্ড ভা
ণ্ডোদর রণ ল ে শ্রী হরি যা
মণ্ডলী দ্যা
স চ কিত ম
প্রতাপ শ্রীশ্রী কল্যাণ দে
ঃ সন্মঠাখ্যা নবা
দশ শাকে । ১ *

এই শিলালিপিতে দুই স্থানে "শ্রীশ্রীকল্যাণ দেব" দেখিয়া প্রতীত হইতেছে যে, এই প্রাচীর মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের নির্ম্মিত।

প্রাচীর মধ্যবর্ত্তী তিনটি মন্দিরেই শিলালিপি সংযোজিত আছে। প্রস্তরফলক ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায়, অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। দুই এক স্থলে প্রস্তর চটিয়া যাওয়ায় অক্ষরের চিহ্ন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে।

শিব মন্দিরের শিলালিপির উপরের চারি পঙ্‌ক্তির প্রথম ভাগের কিয়দংশ চটিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও অপরাংশ পড়া গিয়াছে বলিয়া মোটামুটি অর্থপ্রতীতির কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই।

* অনুবাদ অসম্ভব।

শিবমন্দিরের শিলালিপি পাঠ করিলে এবং লুপ্তাংশের চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, মহারাজ ধন্যমাণিক্য নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দিরটী জীর্ণ দেখিয়া মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ১৫৭৩ শকাব্দে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং ৺ধন্যমাণিক্যের পুণ্যার্থ মহাদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। শিলালিপি এই ;—

মঠ মতিশয়িতং ধন্য মা
তি জীর্ণং নিরুপম মহিমা
নির্ম্মায় সান্তং তুহিনগিরি
সুতাবল্লভায়াতিবেলং প্রাদাত্তং কৌতুকীনো হব
হরিচরণার্চ্চাদিভাজী প্রবীণঃ ॥ শাকে রামাব্ধিবা
ণাবনিপবিগণিতে ধন্যমাণিক্যদেবস্যোচ্চৈঃ পু
ণ্যায় নৃত্যচ্চতুরুদধিবধূগীতকীর্ত্তেমঠং তৎ। শ্রীশ্রী
কল্যাণদেবস্ত্রিপুর নরপতিশ্চন্দ্রবংশাবতংসঃ প্রাদা
ভুৎসৃজ্য ধর্ম্মব্যবহৃতবপুষে ভক্তিতঃ শঙ্করায়। *
॥৪॥ শাকে ১৫৭৩॥॥॥

বিকলাঙ্গ শিলালিপিতে যদিও কল্যাণমাণিক্যের নির্ম্মাণের কথাটা পাওয়া যায় না, তথাপি প্রথম শ্লোকের "জীর্ণং" ও "নির্ম্মায়" কথা দুইটির পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে ধন্যমাণিক্যের পর আর এক

---

* "শঙ্কর" শব্দদ্বারা মহাদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রের মতে এই মহাদেবের নাম "ত্রিপুরেশ।" যথা,—

"ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ।"

এই মহাদেবই যে "ভৈরব" তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন পুস্তকের মতে ত্রিপুরায় ভৈরব "নল" বা "অনল" এস্থলে নামভেদের কারণ নির্ণয় করা বড়ই দুষ্কর।

জনকে নির্ম্মাতা বলিতে হয়। সে নির্ম্মাতা মহারাজ কল্যাণমাণিক্য। কারণ, পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে কল্যাণমাণিক্য মন্দিরটী দান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, নির্ম্মাণের কোন কথা নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তিনিই জীর্ণ মন্দিরের স্থানে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিলালিপির লুপ্তাংশটুকু পূরণ করিলেও এই ভাবই দাঁড়ায়। প্রথম শ্লোকের লুপ্তাংশ পূরণ করিয়া বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল। সম্পূর্ণ শিলালিপি এই,—

(প্রাদাদ্ যং শঙ্করার্থং) মঠমতিশয়িতং ধন্যমা(ণিক্যদেবঃ)
(দৃষ্ট্বা তঞ্চা) তি জীর্ণং নিরুপমমহিমা (বীরকল্যাণদেবঃ)।
(ভূয়ো) নির্ম্মায সান্তংতুহিনগিরিসুতাবল্লভায়াতিবেলং
প্রাদাত্তং কৌতুকী নো হরহরিচরণার্চ্চাদিভাজী প্রবীণঃ।
শাকে রামাব্ধিবাণাবনিপরিগণিতে ধন্যমাণিক্যদেব-
স্তোচ্চৈঃ পুণ্যায নৃত্যচ্চতুরুদধিবধূগীতকীর্ত্তের্মঠং তম্।
শ্রীশ্রীকল্যাণদেবস্ত্রিপুরনরপতিশ্চন্দ্রবংশাবতংসঃ
প্রাদাত্তুৎস্জ্য ধর্ম্মব্যবহৃতবপুযে ভক্তিতঃ শঙ্করায়।
ঃ।৪॥ শাকে ১৫৭৩॥ঃ॥ঃ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবাদ।

হরহরিচরণ পূজায় নিপুণ, অনুপম মহিমান্বিত, (বীর কল্যাণদেব) ধন্যমাণিক্য মহাদেবের উদ্দেশ্যে যে সুন্দর মঠটী দান করিয়াছিলেন, (তাহা) অতি জীর্ণ (দেখিয়া পুনর্ব্বার) সম্পূর্ণরূপে (?) নির্ম্মাণপূর্ব্বক শেষকালে মহাদেবকে দান করেন। ১।

চন্দ্রবংশাবতংস ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীশ্রীযুত কল্যাণদেব, চারিটী জলধি-বধূ

নাচিতে নাচিতে যাঁহার কীর্ত্তি গাহিয়া থাকে, সেই ধন্যমাণিক্য দেবের প্রভুত পুণ্যার্থ ১৫৭৩ শকাব্দে পুণ্যপ্রদদেহ (?) শঙ্করের প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া দেন।/

মহারাজ ধন্যমাণিক্য ৺ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দিরেরও নির্ম্মাতা, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার শিবমন্দির নির্ম্মাণের সময় কোথাও উল্লেখ নাই, সুতরাং ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দির ও শিবমন্দির একই সময়ে নিম্মিত হইয়াছিল কি না, স্থির করিবার উপায় নাই।

শ্লোকে দেখা যায়, ধন্যমাণিক্যের পুণ্যার্থ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য মন্দিরটী মহাদেবকে দান করেন। ইহাতে কল্যাণমাণিক্যের লোকোত্তর সদাশয়তা প্রকাশ পায়। কারণ, ধন্যমাণিক্য কল্যাণমাণিক্য হইতে বহুপুরুষ অন্তর। তথাপি তিনি মন্দিরটী নিজের পিতা পিতামহের পুণ্যার্থ উৎসর্গ না করিয়া, বহুপুরুষ অন্তর উক্ত মহাত্মার পুণ্যার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। ধন্যমাণিক্য প্রথম মন্দিরের স্থাপয়িতা বলিয়াই বোধ হয়, উদার হৃদয় কল্যাণমাণিক্যের হৃদয়ে এই ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

শিবের মন্দিরের উত্তরদিকে ইষ্টকে ও প্রস্তরে নির্ম্মিত একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরটীকে স্থানীয় লোকে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির বলিয়া থাকে। বাস্তবিক মন্দিরটী ৺গোপীনাথের। মন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে যে শিলালিপি আছে, তাহার কৃচ্ছ্রপাঠ্যতাই এই ভ্রান্ত সংস্কারের মূল *। শিলালিপি পাঠ করিলে জানা যায়, এই মন্দির

---

* রাজমালায় আছে,—

"সিংহদ্বারসমীপেতে মনোরম স্থান।
ইষ্টক পাষাণে মঠ করিছে নির্ম্মাণ॥

মহাবাজ কল্যাণমাণিক্য নির্ম্মাণ কবাইযা ১৫৭২ শকে ৺গোপীনাথেব উদ্দেশ্যে দান কবেন। মন্দিবেব মাথায একটী স্বর্ণ কলস ছিল বলিযা উল্লেখ আছে। শিলালিপি এই ,—

f বীন্দ্রপবনেন্দ্রকাদযো মৌলি f
স্তি সততং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডান্তবে।
কঙ্কবতযা গোপীয ত্রণী,
বণেহদ্ভুত মঠং কল্যাণদেবোহভ্যদাৎ॥
কন্দর্পকান মবলি কলিন্দবসুশ্চন্দ্রবংশাবতংসঃ
ধৈর্য্যৌদার্য্যাতিশৌর্য্যৈ পৃথ্বব্যনন্তাজেষু যো গীযমানঃ।
গোপীনাথায ভক্ত্যা নিরুপম সুমঠং যোহতিবেলং মুদাদাৎ
স শ্রীকল্যাণদেবঃ সগর্ব্বিমমহিমা নন্দতান্নন্দনাদ্যৈঃ॥
শাকে পক্ষমুনী্ চন্দ্রগণিতে মাসে শুচাবংশকে
বাণে ভূমিজবাসবে দ্বিজশুভাশীর্ভিঃ সুবাক্যোক্তি যা।
সোমানন্দ কলধৌতমঞ্জুকলস চর্য্যাদিশোভং মঠ
ভক্ত্যবাভিকলাবতীপতিবসৌ কল্যাণদেবো দদে॥২॥
শাকে ১৫৭২ আষাঢ়স্য ৫ অ শকে।

অর্থবোধ ও অনুবাদেব সুবিধাব জন্য প্রথম শ্লোকটীব লুপ্তাংশ পূবণ কবিযা সম্পূর্ণ শিলালিপি পব পৃষ্ঠায মুদ্রিত কবা গেল ,—

চন্দ্র গো গোপীনাথ মূর্ত্তি চাটিগ্রাম ছিল।
অমবমাণিক্য কালে মঘে নিযাছিল॥
সেই দব চট্টল হৈতে আনিযা তখন
সেই মঠে স্থাপি বিষ্ণু কবিযা অৰ্চ্চন

(যৎপাদে বিনতা) (গ)রীন্দ্রপবনেন্দুকাদয়োমৌলি(ভিঃ)
(যং দেবা অপি চিন্তয়)ন্তি সততং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডান্তরে।
(যৎকীর্ত্তিং সুবিনীত) কন্ধরতয়া গেগীয়(মানা) ত্রয়ী
(তৎপাদে ভবতা)রণেঽদ্ভুত মঠং কল্যাণদেবোঽভ্যদাৎ ॥
* কন্দর্পকান মবলি কলিতবসূশ্চন্দ্রবংশাবতংসঃ
ধৈর্য্যৌদার্য্যাতিশৌর্য্যৈঃ পৃথুরঘুনহুযাজেষু যো গীয়মানঃ।
গোপীনাথায় ভক্ত্যা নিরুপমসুমঠং যোঽতিবেলং মুদাদাৎ
স শ্রীকল্যাণদেবঃ সগরিমমহিমা নন্দতান্নন্দনাদ্যৈঃ ॥
শাকে পক্ষমুনীষু চন্দ্রগণিতে মাসে শুচাবংশকে
বাণে ভূমিজবাসরে দ্বিজশুভাশীর্ভিঃ সুবাক্যেতি যা।
সোমন্দে কলধৌতমঞ্জুকলসং চক্রাদিশোভং মঠং
ভক্ত্যৈবাতিকলাবতীপতিরসৌ কল্যাণদেবো দদে ॥৪॥
শাকে ১৫৭২ আষাঢস্থ ৫ অংশকে।

এই শিলালিপির নিম্নরেখ পদগুলি দুর্ব্বোধ। যথাসম্ভব অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

অনুবাদ।

মহাদেব, পবন এবং চন্দ্র প্রভৃতি (যাঁহার পাদপদ্মে নত মস্তক) ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে (দেবগণও যাহাকে) সতত (চিন্তা করেন) এবং বেদ (যাহার কীর্ত্তি) পুনঃ পুন গান করিতেছে, কল্যাণদেব (সংসার পরিত্রাণের উপায় স্বরূপ তাঁহার পাদপদ্মে) অদ্ভুত মঠ দান করিয়াছেন। * * * * (?) যিনি চন্দ্রবংশের অলঙ্কার, ধীরতা, শূরতা ও উদারতাগুণে যাহাকে পৃথু, রঘু, এবং নহুষ প্রভৃতির মধ্যে কীর্ত্তন করা হয়, যিনি বৃদ্ধকালে ভক্তিপূর্ব্বক গোপীনাথকে এই অনুপম মঠ দান করিয়াছেন, সেই শ্রীকল্যাণদেব, গৌরব ও

প্রতিমার সহিত পুত্রাদি সমভিব্যাহারে আনন্দ উপভোগ করুন। ১৫৭২ শকাব্দের ৫ই আষাঢ় মঙ্গলবারে কলাবতীর পতি অতি ভক্তিপূর্ব্বক চক্রাদিশোভিত এবং স্বর্ণ কলসে অলঙ্কৃত মঠ ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদে * * * * (?) দান করেন। ১৫৭২ শকাব্দ, ৫ই আষাঢ়।

গোপীনাথের মন্দিরের পশ্চিমভাগে আর একটি মন্দির আছে। উহাতে যে শিলালিপি আছে, তাহা এক প্রকার দুষ্পাঠ্য। অধিকাংশ অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে যাহা পাঠ করিতে পারিয়াছি তাহাদ্বারা এইমাত্র বুঝা গিয়াছে যে, মন্দিরটী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র মহারাজ রামমাণিক্য ১৫৯৫ শকে নির্ম্মাণ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন। এই শিলালিপিতে তিনটী শ্লোক ছিল। শিলালিপি কতকটা এইরূপ ;—

স্বর্লোক স্থিত পারিজাত কুসুম ক্ষোণী	
রুহারোপণং চন্দ্রেশ বা দ্বারা	
বত্বা দ্বারি য পণি পরিগতা	
নিঃশঙ্ক যনান তনয়া	
নির্জ্জিত্য ভূমাণ্ডং ।১। রবিন্দ	
মধুপ কল্যাণদেবো জ্যম	
শেষ ধর্ম্মনিবহৈঃ স্ব তৎ পু	
ত্রোঽভূতি গুণাকর প্র তূন্	
যোঽচ্ছটি২ শ্রীগোবিন্দ মা পা	
দাজকো জীবতাং ।২। মহে	
ক্ষিতিনঃ প্রত্রো মহাত্মা সতা রাজ্যানীয রাজ	
মা কৃশলং শান্তো বিনীতঃ সদা। । রা	
ম ঃ প দা শাকে	
বাণ নবেষু সোম বিমিতে জ্যৈষ্ঠে তিথৌ ॥	

প্রথম শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধের লুপ্তবর্ণগুলি পূরণ করিয়া নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত করা গেল। যথা ;—

স্বর্লোকস্থিত পারিজাতকুসুমক্ষৌণীরুহারোপণং
চক্রে শ(ক্রপরাজয়েন চ পু)রাদ্বারাবতী দ্বারি য(ঃ)

ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, পারিজাত হরণের বৃত্তান্ত লইয়া শ্লোকটী রচিত হইয়াছে। বিষ্ণুর গুণ বর্ণনা ভিন্ন পারিজাত হরণের কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক। সেই জন্যই মনে হয় এই মন্দিরটী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করা হইয়াছিল।

শেষ পংক্তিটী বেশ স্পষ্ট আছে। তাহাতে মন্দির নির্ম্মাণের সময়ের উল্লেখ আছে। তদনুসারে ১৫৯৫ শকে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আর শ্লোক তিনটিতে "কল্যাণদেব", "গোবিন্দ" এবং "রাম" এই নাম তিনটী পড়া যায়। ইহাতে দেখা যায়, রামমাণিক্যের নামের সঙ্গে তাঁহার পিতা গোবিন্দমাণিক্য ও পিতামহ কল্যাণমাণিক্যের নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৫৯৫ শকে রামমাণিক্য রাজা ছিলেন। তিনিই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, এ কথা শিলালিপির "রাম" শব্দের দ্বারাই স্থির করা যায়। শ্লোক তিনটীর এতই বর্ণবৈকল্য ঘটিয়াছে যে, অনুবাদ অসম্ভব।



শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

দুত্যার বাড়ী।

মহাদেবের বাড়ীর অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে প্রাচীরের বহির্ভাগে দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে দুইটী মন্দির আছে। তাহার পূর্ব্ব ধারের মন্দিরে শিলালিপি ছিল। কিন্তু এখন তাহা একেবারে অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। কিছুই পড়িতে পারিলাম না। সুতরাং মন্দির দুইটী কোন সময়ে কে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা স্থির করিতে পারি নাই।

স্থানীয় লোকে এই বাড়ীটীকে "দুত্যার বাড়ী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। "দুত্যা" হয় "দৈত্য", না হয় "দ্বিতীয়া" শব্দের অপভ্রংশ। দৈত্যনারায়ন মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। তিনি এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া জগন্নাথ স্থাপন করিয়া ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন স্থানের উল্লেখ নাই। *

এই দুই মন্দিরের একটীকে জগন্নাথের মন্দির ধরিলে, "দুত্যার বাড়ী"কে দৈত্যের বাড়ী কল্পনা করা যাইতে পারে।

কিন্তু ইহাকে দ্বিতীয়ার বাড়ী বলিবারও যথেষ্ট কারণ দেখা যায়। দ্বিতীয়া ঠাকুরাণী রামমাণিক্যের শ্যালক এবং রত্নমাণিক্যের মাতুল যুবরাজ বলিভীম নারায়ণের কন্যা। তিনি অতি পুণ্যশীলা মহিলা ছিলেন। তাঁহার নানা স্থানে দীঘি পুষ্করিণী মন্দির ও জাঙ্গাল (সড়ক) নির্ম্মাণের কথা

---

* "দৈত্যনারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান,
জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া নির্ম্মাণ।"
রাজমালা।

উল্লেখ আছে। * "দুত্যা" শব্দটী "দ্বিতীয়া" শব্দের অপভ্রংশ ধরিলে এই বাড়ী দ্বিতীয়ার বলিয়াও কল্পনা করা যায়।

যদিও এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা গেল না বটে, কিন্তু এই মন্দির দ্বয় যে উল্লিখিত ব্যক্তি-দিগের একতরের নির্ম্মিত তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই।

৺ভৈরবের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর যাইয়া একটী প্রাঙ্গণে তিনটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পশ্চিমের মন্দিরটীর পশ্চিম পার্শ্বে একখানি প্রস্তরফলকে মন্দিরের বিবরণ লিখিত আছে। শিলালিপির প্রথম চারি পংক্তি অস্পষ্ট, মধ্যবর্ত্তী অংশ কিছুই পড়া যায় নাই, শেষের কয়েকটী পংক্তি প্রায় সমস্তই উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। যাহা পড়া গিয়াছে, তাহা হইতেই নির্ম্মাতা, নির্ম্মাণকাল এবং যে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইয়াছে, সমস্তই জানিতে পারা যায়।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী গুণবতী দেবী এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ১৫৯০ শকাব্দের বৈশাখ মাসের যুগাদ্যা দিনে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন। রাণী গুণবতী অতি সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। পরগণে নুরনগর জাজিয়াড়া গ্রামে তিনি একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহারি "গুণসাগর" আখ্যা প্রদান করেন। দীর্ঘিকার চারিপার এখন "গুণসাগর" গ্রাম বলিয়া পরিচিত। † দীর্ঘিকাটী এখন দামে আচ্ছন্ন। শিলালিপি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল ;—

---

* "বলীভীম সুতা হয দ্বিতীযা ঠাকুবাণী।
নানা স্থানে দীঘি মন্দিব জাঙ্গাল পুষ্কবিণী।"
শ্রেণীমালা।

† "পবগণে নুবনগব গ্রামে গুণসাগব।
রাণী গুণবতী দীঘি হইল তৎপর॥"
শ্রেণীমালা।

— শৌর্য্যাযা রঘুনায়কস্য মহতো গাম্ভীর্য্যমম্ভো
নিধেস্ত্যাগ + ল র্মহ। সৌন্দর্য্যংকুসুমায়ুধস্য
পরমং শ্রীগোবিন্দ ম
কৃষ্ণ
* * * * * * *
* * * * * * *
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্ত্রিপুরনরপতি
গণ্যঃ। তৎপত্নী পুণ্যশীলা সুমতী গুণবতী বিষ্ণবে
সা বরেণ্যা শাকে খাঙ্কেষুচন্দ্রে মঠমতুলমমুং মাধবেঽদাদ্যু
গাদৌ। শকাব্দাঃ ১৫৯০

এই শিলালিপির প্রথমাংশের অনুবাদ করিয়া ফল নাই। লুপ্তাংশ পূরণ না করিলে অর্থ বোধ হইবে না। "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য শৌর্য্যে রঘুর ন্যায়, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, সৌন্দর্য্যে কন্দর্পের ন্যায়, এবং দানে বলির ন্যায় ছিলেন।" এই ভাবটী বোধ হয় প্রথম তিন পংক্তির দ্বারা বর্ণিত হইয়াছিল। শেষ চারি পংক্তির অনুবাদ এই ;—

ত্রিপুর নরপতি শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব (জ্ঞানি দিগের ?) অগ্রগণ্য ছিলেন। ১৫৯০ শকে তাঁহার মহিষী সুমতী, পুণ্যশীলা এবং বরণীয়া গুণবতী দেবী বৈশাখ মাসের যুগাদ্যা দিবসে এই অতুলনীয় মঠ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন।



শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণস্থিত মন্দিরের শিলালিপি।

গোমতী নদীর উত্তর পারে একটী উচ্চ টীলার উপরে এই রাজবাড়ী প্রতিষ্ঠিত। এই বাড়ীতে একটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও একটী মন্দির ভিন্ন দেখিবার আর কিছুই নাই।

প্রাসাদের উত্তর ভাগে অন্তঃপুর ও দক্ষিণদিকে বাহিরবাড়ী ছিল। বাহিরের দেউড়ী প্রভৃতি ঘরের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল ইষ্টকরাশি স্থানে স্থানে প্রকীর্ণাবস্থায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বাহির বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটী মন্দির অদ্যাপি ভাল অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের গাত্রে একখানি প্রস্তরফলকে মন্দিরের বিবরণ খোদিত আছে। তাহাতে জানা যায়, মহারাজ রামমাণিক্য এই মন্দিরের নির্ম্মাতা। শিলালিপি স্থানে স্থানে অতি সামান্য পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে; অবশিষ্ট অংশ সমস্তই পড়া গিয়াছে।

মহারাজ রামমাণিক্য ১৫৯৯ শকাব্দে এই মন্দির তাঁহার পিতার স্বর্গাভিলাষে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন; সুতরাং মন্দিরটী ২২৭ বৎসরের পুরাতন। শিলালিপি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল;—

প্রোত্থদ্দোর্দ্দণ্ডঘাতৈঃ কুবলয়দশনোৎপাটনং যশ্চকার,
চানূরং দৈবতেজঃপরিভবচতুরং বেশ্ম নিন্যে যমস্য।
বাত্যোঘৈর্দ্দ্বন্দ্বভীতং প্রবলতরবলৈ স্ত্রাসিতাশেষলোকং,
প্রস্ফূর্জ্জদ্‌বাহুদর্পাদমরবলহৃতং যশ্চ কংসং জঘান।
বস্তস্য পাদাম্বুজযুগলগলৎস্বাদুমাধ্বীক রা,
লুব্ধশান্তদ্বিরেফো নিজতনুজনিবৎপালিতাশেষলোকঃ।
দুষ্টানাং চণ্ডদণ্ডং ততমাং নীতিবিদ্যৈকবিদ্বান্‌,
ক্ষ্মাপৃষ্ঠোদ্‌ঘৃষ্টমৌলিক্ষিতিপতিনিবহৈর্বন্দ্যমানাঙ্ঘ্রিযুগ্মঃ।
আসীদ্‌ গোবিন্দদেবঃ ক্ষিতিবলয়পতিঃ সর্ব্বধর্ম্মৈককর্ম্মা,
মর্ম্মোদ্‌ঘাটী রিপূণাং নিশিতশরশতৈঃ সঙ্গরে ত্যক্তভঙ্গঃ।
রত্নস্বর্ণাণুরাশিপ্রচুরতরসমুত্তুঙ্গমাতঙ্গদাতা,
সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যবীর্য্যৈর্জ্জিত কুসুমধনুর্দ্দেবরাজপ্রভাবঃ।
তস্মাজ্জাতঃ সমস্তক্ষিতিপতিবিজয়ী শৌর্য্যগাম্ভীর্য্যসিন্ধুঃ,
শ্রীশ্রীরামঃ ক্ষিতীন্দ্রস্ত্রিপুরকুলমাতস্তাতভক্তঃ সুচেতাঃ,
যৎকীর্ত্তীনাং প্রতানৈর্বিমলতরপটৈঃ প্রাবতে সর্ব্বলোকে।
নগ্নোঽপ্যাজন্ম শম্ভুঃ পিহিতবসনতাং প্রাপ্তবান্‌ দৈবযোগাৎ॥
শ্রীমান্‌ রত্নাদিদানৈঃ শমিতবসুমতী দী সন্দোহদৈন্যঃ,
স্ফূর্জ্জৎকর্পূরপূরস্ফুরদমরধুনীশুভ্রকীর্ত্তিপ্রতাপ।
তাত স্বর্গাভিলাষী বিমলতরমতির্ব্বিষ্ণবে স ক্ষিতীন্দ্রঃ,
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং শশধরকিরণং ভক্তিতোঽভ্রঙ্কষাগ্রং॥
গ্রহাঙ্কবাণশুভ্রাংশুসম্মিতে শকবৎসরে।
পৌর্ণমাস্যামসৌ দত্তো মকরস্থে দিবাকরে॥

এই সকল শ্লোকের কোন কোনটীতে লিপিকর প্রমাদবশতঃ এক বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর লিখিত হইয়াছে, কোন স্থলে বা এক কথার পরিবর্ত্তে অন্য কথাও হইয়া পড়িয়াছে ; আবার কালক্রমে কোন কোন স্থলের অক্ষর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনুবাদের পূর্ব্বে উক্ত

স্থলগুলি সংশোধন ও পূরণ আবশ্যক। অতএব যথাসম্ভব সংশোধন ও পূরণ করিয়া শ্লোকগুলি পুনর্ব্বার নিম্নে দেওয়া গেল। সংশোধিত অংশগুলি বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত হইল; মূলে যাহা ছিল, ফুটনোটে দেওয়া গেল।

প্রোদ্যদ্দোর্দ্দণ্ডঘাতৈঃ কুবলয়দশনোৎপাটনং যশ্চকার,
চানূরং দৈবতেজঃপরিভবচতুরং বেশ্ম নিন্যে যমস্য।
বাদ্যোঘৈর্দ্বন্দ্বভীতং প্রবলতরবলৈ স্ত্রাসিতাশেষলোকং,
প্রস্ফূর্জ্জদ্‌বাহুদর্পাদমরবলহৃতং যশ্চ কংসং জঘান।
(ভূদেব) * স্তস্য পাদাম্বুজযুগলগলৎ স্বাদুমাধ্বীক(ধা)রা
লুব্ধস্বান্ত † দ্বিরেফোনিজতনুজনিবৎপালিতাশেষলোকঃ।
দুষ্টানাং চণ্ডদণ্ডং (বিদধদ)তিতমাং নীতিবিদ্যৈকবিদ্বান্,
ক্ষ্মাপৃষ্ঠোদ্‌ঘৃষ্টমৌলিক্ষিতিপতিনিবহৈর্বন্দ্যমানাঙ্ঘ্রিযুগ্মঃ।
আসীৎ গোবিন্দদেবঃ ক্ষিতিবলয়পতিঃ সর্ব্বধর্ম্মৈককর্ম্মা,
মর্ম্মোদ্‌ঘাটী রিপূণাং নিশিতশরশতৈঃ সঙ্গরে ত্যক্তভঙ্গঃ।
রত্নস্বর্ণাম্বুরাশি প্রচুরতরসমুত্তুঙ্গ মাতঙ্গদাতা,
সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যবীর্য্যৈর্জিতকুসুমধনুর্দেবরাজপ্রভাবঃ।

---

* এ স্থলে "বঃ" মাত্র আছে। তাহার পূর্ব্বে দুইটী গুরু অক্ষর আবশ্যক। তৃতীয় অক্ষর "ব" অথচ পূর্ব্বের দুইটী অক্ষর গুরু এবং এ স্থলে প্রয়োগার্হ এরূপ কথা সুলভ নহে। অগত্যা রাজা অর্থে 'ভূদেব' শব্দ প্রযুক্ত হইল। সচরাচর "ভূদেব" ব্রাহ্মণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

† মূলে "শান্ত" আছে। তাহাতে অর্থ হয় না, ছন্দও থাকে না।

তস্মাজ্জাতঃ সমস্তক্ষিতিপতিবিজয়ী শৌর্য্যগাম্ভীর্য্যসিন্ধুঃ,
শ্রীশ্রীরামঃ ক্ষিতীন্দ্রস্ত্রিপুরকুলপতি * স্তাতভক্তঃ সুচেতাঃ।
যৎকীর্ত্তীনাং প্রতানৈর্বিমলতরপটৈঃ প্রাবৃতে † সর্ব্বলোকে,
নগ্নোঽপ্যাজন্ম শম্ভুঃ পিহিতবসনতাং প্রাপ্তবান্ দৈবযোগাৎ।
শ্রীমান্ রত্নাদিদানৈঃ শমিতবসুমতীদী(ন) সন্দোহদৈন্যঃ,
স্ফূর্জ্জৎকর্পূরপূরস্ফুরদমরধুনীশুভ্রকীর্ত্তিপ্রতাপ(ঃ)।
তাতস্বর্গাভিলাষী বিমলতরমতির্বিষ্ণবে স ক্ষিতীন্দ্রঃ,
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং শশধরকিরণং ভক্তিতোঽভ্রংকষাগ্রম্॥
গ্রহাঙ্কবাণশুভ্রাংশুসম্মিতে শকবৎসরে।
পৌর্ণমাস্যামসৌ দত্তোমকরস্থে দিবাকরে॥

অনুবাদ।

যিনি প্রচণ্ড বাহুদণ্ডের আঘাতে (কংসের) কুবলয় নামক হস্তীর দশন উৎপাটিত করিয়াছিলেন, যিনি, দেবতাদিগের তেজ পরাভবকারী (হইলেও) (সমর) বাদ্য শব্দেই দ্বন্দ্বে ভয়াতুর (?) চানূর নামক (কংসের অনুচরকে) যমালয়ে পাঠাইয়াছিলেন, যিনি, প্রবলতর পরাক্রমের দ্বারা ত্রিভুবনের ত্রাস-জনক প্রবল বাহুবলে দেবতাদিগের পরাভবকারী কংসকে সংহার করিয়াছিলেন, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে ক্ষরিত মধুর মকরন্দ ধারাতে যাঁহার অন্তঃকরণ রূপ ভ্রমর বিমুগ্ধ ছিল, যিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাগণকে পালন করিয়াছেন, যিনি দুষ্টদিগের প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান করিয়া নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, যাঁহার পদযুগল বন্দনার সময়ে নরপতিবৃন্দের মুকুট সকল

* মূলে "মাতঃ" আছে। তাহা হইলে অর্থ হয় না, ছন্দও নষ্ট হয়।

† মূলে "প্রাবতে" আছে।

পৃথিবী পৃষ্ঠে ঘর্ষিত হইত, কেবল ধর্ম্ম কার্য্যানুষ্ঠান যাঁহার ব্রত ছিল, সেই গোবিন্দদেব (ত্রিপুরার) নরপতি ছিলেন। তিনি সুতীক্ষ্ণ শায়ক দ্বারা রিপুকুলের মর্ম্মভেদ করিতেন, যুদ্ধস্থল হইতে কদাচ পলায়ন করিতেন না, তিনি প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ, রত্ন এবং সুবৃহৎ মাতঙ্গ দান করিতেন। সৌন্দর্য্য সম্পদে তিনি কন্দর্পকেও জয় করিয়া ছিলেন এবং ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার প্রভাব ছিল। ত্রিপুর-কুলপতি, পিতৃভক্ত, সাধুহৃদয়, শৌর্য্যগাম্ভীর্য্যসিন্ধু, সমস্ত নরপতিদিগের বিজেতা, শ্রীশ্রীযুত রামদেব তাঁহা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বিস্তৃত কীর্ত্তিকলাপরূপ শুভ্র বসনে ত্রিভুবন সমাচ্ছন্ন হওয়াতে, মহাদেব আজন্ম উলঙ্গ হইলেও দৈববশতঃ বসনধারী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। সমৃদ্ধিশালী মহারাজ রামদেব, রত্নাদি দানের দ্বারা পৃথিবীস্থ দরিদ্রদিগের দারিদ্র প্রশমিত করিয়াছিলেন। কর্পূরপ্রবাহ ও উজ্জ্বল সুরধুনীর ন্যায় শুভ্র কীর্ত্তিশালী, প্রতাপান্বিত, নির্ম্মলান্তঃকরণ, মহারাজ পিতার স্বর্গাভিলাষে এই উন্নত "শশধর কিরণ" প্রাসাদ ১৫৯৯ শকের মাঘীপূর্ণিমা দিনে ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

"জগন্নাথের দোল" বলিয়া প্রসিদ্ধ মন্দিরের শিলালিপি।

এই মন্দিরটী জগন্নাথদীঘি বা পুরাণ দীঘির পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। ইহা প্রস্তর নির্ম্মিত, উপরে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মিয়া মন্দিরের অনেক অনিষ্ট করিযাছে। এক সময়ে মন্দিরটী যে অতি রমণীয ছিল, তাহা অবস্থা দেখিযা বেশ বুঝিতে পারা যায। লোকে বলে মন্দিরগাত্রে বাহিরের দিকে অনেক দেবমূর্ত্তি ছিল, কিন্তু তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না।

মন্দিরের চারিদিকে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর ছিল। সেই প্রাচীরও ভগ্নদশাগ্রস্ত। প্রাচীরের এক এক খানি পাথর প্রায ৫ হাত দীর্ঘ, মন্দিরের প্রস্তরের তক্তাও প্রায তদনুরূপই।

এই মন্দির "জগন্নাথের দোল" বলিযা প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ জগন্নাথের মন্দিরও বলে। লোকের সংস্কার, এই মন্দিরে জগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শিলালিপি পাঠ করিলে এই সংস্কার ভুল বলিয়া বোধ হয়।

অধুনা, শিলালিপি মন্দিরে নাই। প্রস্তরফলক আগরতলায আনীত হইয়াছিল, এখন রাজবাড়ীতেই আছে। উদয়পুর হইতে আরও অনেক প্রস্তরফলক রাজধানীতে আনা হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া

যায়, কিন্তু তাহা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যবশতঃ এখানি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এই মন্দির মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার অনুজ জগন্নাথদেব নির্ম্মাণ করেন। জগন্নাথদেব বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপও বীরত্বদ্যোতক। উদয়পুরে যত মন্দির আছে, তন্মধ্যে কেবল ত্রিপুর-সুন্দরীর মন্দির ভিন্ন, এই মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও বৃহৎ। তিষ্ণা পরগণায় "জগন্নাথ দীঘি" এই জগন্নাথদেবের অনুপম কীর্ত্তি।

এই শিলালিপির প্রথম দুইটী পংক্তি পড়া যায় নাই, অক্ষরগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট সমস্তই পড়া গিয়াছে, শিলালিপি এই ;—

বাণী গায়তি * * *
রবো * * * *
.সোৎকমনসঃ সেন্দ্রাদি বৃন্দারকাঃ ।১।
শ্রীশ্রীকল্যাণমাণিক্যদেবস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ
আসীৎ শ্রীসহরবতী মহিষীন্দুমতী পরা ।২।
সা পুত্রৌ সুষুবে তস্মাদতিতেজোধরাবুভৌ।
শ্রীগোবিন্দজগন্নাথসংজ্ঞকাবমরপ্রভৌ ।৩।
জয়ন্তমিব পৌলোমী পুরুহূতাদনুত্তমাৎ।
দিলীপাদিব রাজেন্দ্রাৎ রঘুরাজং সুদক্ষিণা ।৪।
তয়োর্জ্জ্যায়ান্ সমভবৎ চন্দ্রবংশাবতংসকঃ।
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যদেবোরাজাতিসত্তমঃ ।৫।

ততঃ কনীয়ান্ সাধীয়ান্ শ্রীজগন্নাথবীররাট্।
ভ্রাতর্য্যনুমতাকারী যুধিষ্ঠির ইবার্জ্জুনঃ ।৬।
অথ ব্যতীতসময়ে কিয়তি স্বেন কর্ম্মণা।
প্রাপ্তকালা চ মহিষী পুণ্যেভ্যঃ সা দিবং যযৌ ।৭।
শ্রীবিষ্ণবেঽনন্তধাম্নে প্রাদাৎ প্রাসাদমুত্তমং।
ততঃ কল্যাণমাণিক্যপিতুরাজ্ঞানুসারতঃ ।৮।
রাজ্ঞ্যাঃ সহরবত্যাস্ত মাতুঃ স্বর্গচয়ায় হি।
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যদেবোঽনুজবরেণ চ ।৯।
শ্রীজগন্নাথবীরেণ ভূরিমস্ত্রমহোজসা।
প্রাদাৎ প্রাসাদমতুলং বিষ্ণোরপি মনোহরং ।১০।
শাকেঽনলাষ্টবাণেন্দৌ প্রাদাৎ প্রাসাদমচ্যুতে।
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যো রাকায়াং মাসি বাহুলে ।১১।
শাকে ১৫৮৩। ত্রিরশীত্যধিক পঞ্চদশ শততম
শকাব্দিয় কার্ত্তিকষড়বিংশাংশাকবাসররাকায়াং ।১২।

অনুবাদ।

বাণী গান করিতেছেন * * * *
রব * * * * * *
ইন্দ্রাদি দেবগণ উৎকণ্ঠিত চিত্ত (হইয়া) আছেন ।১। অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠাতা শ্রীশ্রীকল্যাণমাণিক্য দেবের ইন্দুমতী তুল্যা সহরবতী নামে মহিষী ছিলেন। ইন্দ্রপত্নী শচী যেরূপ জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্র দিলীপপত্নী সুদক্ষিণা যেরূপ রঘুকে প্রসব করিয়া ছিলেন, সেইরূপ কল্যাণ-

মাণিক্যপত্নী, গোবিন্দ ও জগন্নাথ নামক অতি তেজস্বী দেবতুল্য দুইটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রকুল-ভূষণ, সজ্জনাগ্রগণ্য মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য দেব জ্যেষ্ঠ এবং বীরশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ কনিষ্ঠ ছিলেন। জগন্নাথ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ অর্জ্জুনের ন্যায়, ভ্রাতার অনুমতি পালনে নিরত ছিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে, সেই রাজমহিষী কালপ্রাপ্ত হইয়া নিজের পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গ গমন করিলেন। পরে, পিতা কল্যাণমাণিক্যের আজ্ঞানুসারে অনন্তধাম (১) বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে (এই) উত্তম প্রাসাদ দান করেন। (২) শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্য দেব, বীর, মন্ত্রণানিপুণ, ও তেজস্বী অনুজ জগন্নাথ দেবের সহিত মাতা সহর-বতীর স্বর্গার্থ বিষ্ণুর ও মনোহর (এই) অতুল প্রাসাদ দান করেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দ-মাণিক্য ১৫৮৩ শকের কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রাসাদ দান করেন।



(১) যাঁহার তেজের এবং বাড়ীর অন্ত নাই। এখানে "ধাম" শব্দটী শ্লিষ্ট।

(২) এই ক্রিয়ার কর্ত্তা নাই।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

৺চতুর্দ্দশ দেবতার সিংহাসনে খোদিত লিপি।

বর্ত্তমান সময়ে চতুর্দ্দশ দেবতাকে যে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়, তাহাতে দুইটী শ্লোক খোদিত আছে। সিংহাসন খানি তরটের দ্বারা নির্ম্মিত; নির্ম্মাণকার্য্যে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পায়।

চতুর্দ্দশ দেবতা, চতুর্দ্দশটী মস্তক মাত্র। সচরাচর তিনটী মুণ্ড সিংহাসনে রাখিয়া পূজা করা হয়। আষাঢ় মাসে খার্চ্চি পূজার সময় ১৪টী মুণ্ডেরই পূজা হয়।

সিংহাসনের উপবিভাগে এক খানি আস্ত তামার পাতে দেবতার আসন। তামার পাত খানি উঠাইলে দেখা যায়, মধ্য স্থানটী ফাঁকা, প্রান্তভাগে যে স্থানে তামার পাত খানি রক্ষা করা যায়, তাহাতে শ্লোক দুইটী চারিধারে ঘুরাইয়া লিখিত। শ্লোকদ্বয় পাঠ করিলে দেখা যায়, এই সিংহাসন "গিরিজা" দেবীর। ঐ দেবী স্বর্ণ নির্ম্মিতা ছিলেন। গোবিন্দমাণিক্য ১৫৭১ শকে এই সিংহাসন উক্ত দেবীকে দান করেন। তৎকালে তিনি যুবরাজ ছিলেন।

রাজমালায় "গিরিজা" দেবীর নাম দেখা যায় না। মহারাজ ধন্য মাণিক্য এক মণ স্বুবর্ণ দ্বারা ভুবনেশ্বরী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া স্থাপন

করেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সুবর্ণ নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তির উল্লেখ রাজমালায় নাই।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের গিরিজা দেবীকে সিংহাসন দানের কথাও রাজমালায় উল্লেখ দেখা যায় না। গোবিন্দমাণিক্যের প্রথম রাজ্যচ্যুতির পর তিনি কিয়ৎকাল মঘ রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তাঁহাকে দেবতার জন্য রসাঙ্গের রাজা অষ্টধাতু নির্ম্মিত একখানি সিংহাসন দান করেন। সেই সিংহাসন আর এই সিংহাসন এক হইতে পারে না। কারণ, এই সিংহাসন মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের শাসন সময়েই দেবতার প্রীত্যর্থে দান করা হইয়াছিল। সিংহাসনে খোদিত শ্লোক দুইটী এই ;—

শ্রীকল্যাণমহীমহেন্দ্রতনয়ো বৈর্য্যগ্রদাবানলঃ
শ্রীলশ্রীযুবরাজরাজবিজয়ী গোবিন্দদেবঃ কৃতী।
দীপ্যদ্দীর্ঘশটাপ্তকেশরিলসৎসিংহাসনং শোভনং
ভক্ত্যা স্বর্ণময়ীতিসংজ্ঞগিরিজাসৎপাদপদ্মেঽর্পয়ৎ। (১)
অত্যুদ্দাম প্রতাপপ্রথিত পুরুযশো(২)ব্যাপ্তলোকত্রয়ান্তঃ
শ্রীশ্রীকল্যাণদেবত্রিপুরনরপতে রাত্মজশ্চণ্ডতেজাঃ।
শাকেঽঙ্গগ্রাববাণাবনিমতি সমদাদৌর্জ্জশুক্লেনবম্যাং
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবো হিমগিরিতনয়ায়ৈ হি সিংহাসনাগ্র্যং।

(১) "অর্পয়ৎ" না হইয়া আর্পয়ৎ" হওয়া উচিত ছিল। ছন্দের অনুরোধে ব্যাকরণ দোষ ঘটিয়াছে।

(২) শ্লোকে "যশা" আছে, "যশো' হওয়া সঙ্গত।

অনুবাদ।

মহীপতি শ্রীকল্যাণমাণিক্যের তনয়, বৈরিদিগের পক্ষে প্রচণ্ড দাবানল, রাজাদিগের বিজেতা, কৃতী, যুবরাজ শ্রীলশ্রীযুত গোবিন্দদেব উজ্জ্বল কেশরযুক্ত কেশরি সকলের উপর বিরাজমান, এই সিংহাসন ভক্তিপূর্ব্বক স্বর্ণময়ী গিরিজা নাম্নী দেবীর পাদপদ্মে অর্পণ করেন। অতিশয় উগ্র প্রতাপের দ্বারা যাঁহার যশ ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়াছে, প্রচণ্ড পরাক্রম ত্রিপুর নরপতি কল্যাণদেবের আত্মজ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ১৫৭১ শকাব্দের কার্ত্তিকী শুক্লা নবমীতে এই শ্রেষ্ঠ সিংহাসন গিরিরাজ তনয়ার প্রীত্যর্থ দান করেন।



শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

৺রাধামাধবের মন্দিরের শিলালিপি।

কালিকাগঞ্জে (রাধানগরে) ৺রাধামাধবের মন্দিরে এক খানি প্রস্তরফলকে মন্দিরের যে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

শিলালিপি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে মন্দির বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ১২৯ বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়। এখনও মন্দিরের অবস্থা এক প্রকার ভালই আছে বলিতে হয়। কেবল চারি কোণের ক্ষুদ্র মন্দির চারিটী স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

মন্দিরটী দো-তালা। উপর তালার মন্দিরে, বাহিরদিকের দেয়ালের গায়ে প্রস্তরফলকে দশাবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই সকল প্রস্তরফলকের কোন কোনটা নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এখন একবার মেরামত হইলে মন্দিরটী বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে।

কালিকাগঞ্জে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। কালিকাগঞ্জ এখন আর স্বনামে পরিচিত নহে। উহা এখন রাধানগর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাধানগর আখাউড়া ষ্টেশনের অতি নিকটবর্ত্তী।

রাধামাধবের মন্দিরে যে শিলালিপি আছে, তাহা বেশ পড়া যায়। তবে, তাহাতে লিপিকর প্রমাদ আছে। শিলালিপি এই ;—

স্বস্তি—আসীদ্‌ভূপৈকভূপঃ ক্ষয়িতরিপুকুলঃ কল্যাণদেবঃ ক্ষিতৌ,
তৎপুত্রঃ কীর্ত্তিবল্লীপ্রথিত সুরপুরোগোবিন্দদেবো নৃপঃ।

তৎসূনুর্ধর্ম্মশীলঃ প্রবলনৃপবরো রামদেবঃ প্রতাপী,
তজ্জঃ শ্রীকৃষ্ণসেবা (১) নবরত কৃতধীদেবোমুকুন্দোনৃপঃ ॥
তৎসূনুর্বিপ্রগোপ্তাহ্বরিকুলবিজয়ৈ (২) র্বিশ্ববিভ্রান্তকীর্ত্তিঃ
শ্রীযুক্তঃ কৃষ্ণদেবঃ ক্ষিতিপতিরিতি তৎপত্নী মহেষী (৩) শুভা।
নাম্না শ্রীজাহ্নবী সা পতিচরণরতা বিষ্ণবে কৃষ্ণপ্রীত্যা,
প্রাদাদ্রম্যেষ্টকাভির্বিরচিতমমলং মন্দিরং পঞ্চরত্নং ॥
কালিকাগঞ্জকে যাম্যে (৪) দীর্ঘিকাদ্বয়মধ্যতঃ
মুনিগ্রহষড়জে চ মাঘে মাকরী সংজ্ঞকে।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারে চ রাজদ্বারে ব্যবস্থিতঃ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণমাণিক্য ভূপতেঃ ॥

অনুবাদ।

ভূপতিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রিপুকুলের উচ্ছেদকারী, কল্যাণদেব নামে পৃথিবীতে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দদেব কীর্ত্তি দ্বারা সুরলোকেও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার তনয় ধর্ম্মশীল রামদেব, প্রবল প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তৎপুত্র মহারাজ মুকুন্দদেব কৃষ্ণসেবায় নিরত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকর্ত্তা, শত্রুকুল বিজয়ী মহারাজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব। তাঁহার পত্নী, পতিভক্তিপরায়ণা জাহ্নবী দক্ষিণ কালিকাগঞ্জে দুইটী দীর্ঘিকার মধ্যস্থলে মনোহর ইষ্টক নির্ম্মিত পঞ্চরত্ন ১৬৯৭ শকের মাঘ মাসে মাকরী

(১) শ্লোকে "দেবা" আছে।

(২) শ্লোকে "বিযয়ৈ" আছে।

(৩) "মহেষী"—তৎকালে দেশ প্রচলিত কথা। সংস্কৃত "মহিষী" শব্দের অপভ্রংশ।

(৪) "থাম্যে" মূলে এইরূপ আছে।

(সপ্তমী বা পূর্ণিমা) তিথিতে বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে দান করেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা নামে কৃষ্ণমাণিক্য নৃপতির দ্বার পণ্ডিত ছিলেন।

এই পঞ্চরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে "কৃষ্ণমালা" (মহারাজ কৃষ্ণ-মাণিক্যের রাজত্ব বর্ণন) গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহার সহিত শিলালিপির একটু অনৈক্য দেখা যায়। শিলালিপি অনুসারে ১৬৯৭ শকাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী অথবা পূর্ণিমা * তিথিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়; কিন্তু কৃষ্ণমালার মতে ফাল্গুন মাসে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এরূপ হইতে পারে মাঘ মাসের তিথি ফাল্গুন মাসে পড়িয়াছিল, সে জন্য শিলালিপিতে চান্দ্র মাস উল্লেখ করিয়াছে এবং কৃষ্ণমালাতে সৌরমাস ধরিয়া ফাল্গুন প্রতিষ্ঠা সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছে। কৃষ্ণমালার কথা এই ;—

চন্তাই ‡ বলেন প্রভু করি নিবেদন,
পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা শুনহ দিয়া মন।
রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের রাণী পুণ্যমতী,
স্থাপিতে দেবতা এক করিলেক মতি।
কালিকাগঞ্জেতে পূর্ব্বে দিছে জলাশয়,
তথাতে নির্ম্মাণ করাইল দেবালয়।
দুইদিকে দুই পুষ্করিণী মনোহর,
তার মধ্যে দেবালয় পরম সুন্দর।

---

* "মাকরী" নামক তিথিতে। মাকরী অর্থ মকরের সহিত যাহার সম্পর্ক আছে। এই হিসাবে মাঘ মাসের প্রত্যেক তিথিই "মাকরী"। তবে প্রশস্ত বলিয়া "সপ্তমী" বা "পূর্ণিমা" ধরা যায়। মাঘী সপ্তমী "মাকরী সপ্তমী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ স্থলে সপ্তমী হওয়াই সম্ভবপর বোধ হয়।

‡ চন্তাই—চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক।

পঞ্চরত্ন নামে মঠ ইষ্টক রচিত,
নির্ম্মাইল তার মধ্যে অতি সুললিত।
প্রতিষ্ঠা করিতে সেই দেব আয়তন,
ফাল্গুন মাসেতে করিলেক আরম্ভন।

ইহার পর নানাদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আগমন, তাঁহাদের আবাস স্থান নির্ণয়, দান দক্ষিণার ব্যবস্থা, সভায় শাস্ত্রালাপ প্রভৃতির বর্ণনা।

"তার পর রাণীকে কহিল নৃপমণি,
কর গিয়া পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা আপনি।
তবে মহারাণী নরপতির বচনে,
পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা করিল শুভক্ষণে।
নির্ম্মল করিয়া মূর্ত্তি করিল গঠন,
স্থাপিল দেবতা রাধা শ্রীরাধামোহন।
নব ধারাধর জিনি শ্যাম কলেবর,
তড়িতের প্রায় তাহে হরিত * অম্বর।
মাথে চূড়া হাতে বাঁশী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা,
কি কহিতে পারি সেই রূপের মহিমা।
বামেতে রাধিকা মূর্ত্তি ভুবন মোহিনী,
স্বরূপে আসিছে যেন দেবী সনাতনী।
সুবর্ণ রজত মুক্তা প্রবাল রচিত,
অলঙ্কার নানাবিধ তাহাতে ভূষিত।
পঞ্চরত্নে সেই মূর্ত্তি করিয়া স্থাপন,
নাম করিলেক রাধা শ্রীরাধামোহন।"

---

* "হরিত" কথাটী "পীত" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা ভুল। কবি, অনুপ্রাসের খাতিরে অভিধান লক্ষ্য করেন নাই।

তার পর দেবতার পূজার জন্য দেবোত্তর বৃত্তি ও অতিথি সেবার বন্দোবস্ত প্রভৃতির কথা বলিয়া প্রতিষ্ঠাব্যাপার এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন ;—

"ষোল শত সাতান্নব্বই শকের সময়,
প্রতিষ্ঠা হইল পঞ্চরত্ন দেবালয়।"

* * * *

অনন্তর এই শ্লোকটী আছে ;—

আসীদ্‌ভূমীশবর্য্যঃ কবিকুল-কমলানন্দনাদিত্যমূর্ত্তিঃ
ধীরঃ কৃষ্ণাংঘ্রিপদ্মাসবরসরসিকঃ কৃষ্ণমাণিক্যনামা।
রাজ্ঞী তস্যাতিসাধ্বী বিমলমতিমতী নির্ম্মমে জাহ্নবীদং
শাকে শৈলাঙ্কতকে নৃভৃতি মুররিপোমন্দিরং পঞ্চরত্নং।

অনুবাদ।

কবিকুলরূপ পদ্মের পক্ষে আনন্দ দায়ক সূর্য্য স্বরূপ, ধীরস্বভাব, শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ মকরন্দরসজ্ঞ, কৃষ্ণমাণিক্য নামে নরপতি ছিলেন। সুনির্ম্মল বুদ্ধিমতী অতি সাধ্বী, তাহার রাজ্ঞী জাহ্নবী ১৬৯৭ শকাব্দে মুরারির প্রীত্যর্থে এই পঞ্চরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করেন।



শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

৺জগন্নাথ-বাড়ী।

কুমিল্লা।

কুমিল্লা সহরের পূর্ব্বভাগে ৺জগন্নাথের বাড়ী। জগন্নাথ-বাড়ীতে "সতররত্ন" একটী প্রসিদ্ধ মঠ। এই মঠে যেরূপ শিল্পচাতুর্য্য আছে, তাদৃশ শিল্পচাতুর্য্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভূমিকম্পে মঠের অনেক স্থান নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এখন তাহার সংস্কার সর্ব্বথা অসম্ভব না হইলেও বহু ব্যয়সাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সতররত্ন মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্ব-সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই মঠে কোন শিলালিপি না থাকা অসম্ভব। বাহিরের দিকে কোন প্রস্তর-ফলক সংযোজিত দেখিলাম না। উপরে ভিতরের দিকে কোন প্রস্তরলিপি থাকিতে পারে। কিন্তু, মঠটী ভগ্নদশাগ্রস্ত বলিয়া উপরে উঠিতে সাহস হইল না। কৃষ্ণমালা গ্রন্থে এই মঠের যে বিবরণ আছে তাহা এই;—

"শ্রীকৃষ্ণমাণিক্য রাজা অতি মতিমান,
মনে হৈল এক মঠ করিতে নির্ম্মাণ।
মঠে জগন্নাথ মূর্ত্তি করিব স্থাপন,
ইহা মনে করিযা করিল আয়োজন।
দিযাছে তড়াগ পূর্ব্বে জগন্নাথপুরে,
নির্ম্মাইল সপ্তদশ রত্ন তার তীরে।
এক মঠে সপ্তদশ মঠের গঠন,
সপ্তদশ রত্ন নাম হৈল সে কারণ।"

*　　*　　*　　*

"সপ্তদশ শত সংখ্যা শকের সময়,
চৈত্র মাসে প্রতিষ্ঠা করিল দেবালয়।"

এই মঠে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। পরে, ৺কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের সহধর্ম্মিণী মহারাণী সুলক্ষণা ১৭৬৬ শকাব্দে নূতন দালান প্রস্তুত করাইয়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বাসার্থ দান করেন। এই দালানে যে শিলালিপি আছে তাহা এই ;—

যঃ শ্রীকৃষ্ণকিশোরভূপতিলকো মাণিক্যবিখ্যাতকঃ,
সঞ্জাতোঽবনিমণ্ডলে শশিকুলে রাজাধিরাজো মহান্।
পত্নী তস্য সুলক্ষণা সুবিদিতা সাধ্বী গুণৈকালয়া
প্রাসাদঃ পরিনির্ম্মিতঃ খলু তয়া শ্রীকৃষ্ণ-সন্তুষ্টয়ে॥
শাকে বৈরিমৃগাঙ্কমৌলিজলধিক্ষৌণীপ্রমাণে পতে *
ঘস্রে ভৌমিস্যুতে রবৌ মিথুনগে পুষ্পেষুরিপুংশকে।
সংসারাম্বুধিপারকারণজগন্নাথস্য বাসায় বৈ
শ্রীমত্যা চ সুভদ্রয়া সহ মুদা সঙ্কর্ষণেন শ্রিয়া॥
শকাব্দা ১৭৬৬, বাঙ্গালা ১২৫১, ত্রিপুরা ১২৫৪ সন
মাহে ৬ আষাঢ়, মঙ্গলবার।

অনুবাদ।

ভূপতি শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকিশোরমাণিক্য নামে বিখ্যাত, যে মহারাজাধিরাজ পৃথিবীমণ্ডলে চন্দ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী সাধ্বী, অসীম-

* "পতে" কথাটী কি বুঝিলাম না। লিপিকর প্রমাদ বলিয়া অনুমিত হয়।

গুণসম্পন্না, সুলক্ষণা নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। ১৭৬৬ শকাব্দের ৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার দিবসে তিনি সংসার সাগর পার হইবার কারণ স্বরূপ শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বাসের জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন।

আগরতলা-নূতন হাবেলীর মঠ।

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের তৃতীয় ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী তাহার পিতার শ্মশানে একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই মঠে যে শিলালিপি আছে তাহা এই ;—

শ্রীমনোমোহিনী দেবী মাধবে ত্রিপুরেশ্বরী।
চক্রে যমনভোগ্নীন্দো র্মঠং পিতৃবনে পিতুঃ॥
অসৌ কীর্ত্তিধ্বজো নাম প্রবভঃ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষমী।
শশিখাগ্নি-ধরাষাঢদিগ্‌দিনে দিবমব্রজৎ॥

অনুবাদ।

ত্রিপুরেশ্বরী শ্রীমনোমোহিনী দেবী ১৩০২ (ত্রিপুরা সনের) বৈশাখ মাসে পিতার শ্মশানে মঠ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পিতা জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান, ক্ষত্রিয়-কুলোৎপন্ন কীর্ত্তিধ্বজ ১৩০১ (ত্রিপুরা সনের) ১০ই আষাঢ় স্বর্গগমন করেন।



শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

নূতন হাবেলীর নবনির্ম্মিত "উজ্জয়ন্ত" প্রাসাদ।

শ্রীশ্রীযুত রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুর আগরতলা নূতন হাবেলী স্থিত সুরম্য এবং অনুপম "উজ্জয়ন্ত" প্রাসাদ ১৩০৯ ত্রিপুরাব্দে (১৮২১ শকাব্দে) নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। এখন প্রাসাদের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম ভিত্তি প্রোথিত করিবার সময়ে ভূগর্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকটী স্থাপিত হইয়াছিল। পরে প্রস্তরফলকে খোদিত হইয়া প্রাসাদে রক্ষিত হইবে। শ্লোকটী এই ;—

শীতাংশুদ্বন্দরন্ধ্রোদধিজপরিমিতে শাকবর্ষে সুলগ্নে
বৈশাখে সূরজাহে গগনবিধুমিতে রোপিতা যস্য ভিত্তিঃ।
সোঽয়ং নাম্নোজ্জয়ন্তঃ সুরগণকৃপয়া পূর্ণতাং প্রাপ্য সৌধঃ
শ্রীশ্রীরাধাকিশোরত্রিপুরনৃপপদস্পর্শযোগ্যো বিভাতু॥
সন ১৩০৯ ত্রিপুরাব্দাঃ।

অনুবাদ।

১৮২১ শকাব্দে, বৈশাখ মাসের ১০ই তারিখ শনিবার শুভলগ্নে যাহার ভিত্তি প্রোথিত হইল, সেই "উজ্জয়ন্ত" নামক প্রাসাদ দেবগণের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীশ্রীযুত রাধাকিশোর (মাণিক্যবাহাদুরের) পদস্পর্শের উপযুক্ত হইয়া বিরাজ করুন।



যে স্থানে এই প্রাসাদের ভিত্তি প্রোথিত করা হয়, সে স্থান প্রাসাদ নির্ম্মাণের পক্ষে নিরাপদ নহে বলিয়া তাহা হইতে কিছু দক্ষিণে সরাইয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

উপসংহার।

এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল শিলালিপি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই এই পুস্তিকায় মুদ্রিত হইল। ভবিষ্যতে যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব, তাহা স্বতন্ত্র প্রকাশ করিবার অভিলাষ রহিল।

সমাপ্ত।

